গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২ - ৮ ডিসেম্বর, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কলকাতার মহাজাতি সদনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ ঃ (বাঁদিক থেকে সামনের সারিতে) উপবিষ্ট কমরেডস্ সুনীল মানান্দার (নেপাল), খালেকুজ্জামান (বাংলাদেশ), হিদার কোটিন (আমেরিকা), মানিক মুখার্জী, ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী, নীনা আন্দ্রিয়েভা (রাশিয়া), নিশা (তুরস্ক), রণজিৎ ধর, মুবিনুল হায়দার চৌধুরী (বাংলাদেশ)

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ২৫ নভেম্বর মহাজাতি সদনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড তাপস দত্ত। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম বামপন্থী দলগুলির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অব বলশেভিকস-এর সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা, আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি এবং ইন্টারন্যাশানাল অ্যাকশান সেন্টার-এর নেত্রী কমরেড হিদার কোটিন, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অফ টার্কি-র কমরেড নিশা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 'মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা' বিষয়ে সকলেই তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। সভার বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন, আগ্রাসন ও দখলদারির বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী জনগণ যখন ধিক্কারে ফেটে পড়ছে, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও প্যালেস্টাইনে যখন সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আছড়ে পড়ছে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, পানামার মার্কিনবিরোধী তীব্র গণবিক্ষোভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে যখন ল্যাটিন আমেরিকা ত্যাগ করতে কার্যত বাধ্য করছে, ঠিক তখনই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলা এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন গণবিক্ষোভগুলিকে সংযোজিত করে একটি সাধারণ মঞ্চের অধীনে, যার মধ্যে যথার্থ বিপ্লবীরা 'কোর' হিসাবে কাজ করবে, তা পরিচালনার আহ্বান নিয়ে ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-কনভেনশন, কলকাতার মহাজাতি সদনে। এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য'। ভারতবর্ষের ২০টি রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে অংশ নিতে এসেছিলেন রাশিয়ার 'অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বলশেভিকস্'-এর সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের দুর্গ আমেরিকা থেকে এসেছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকশন সেন্টারের' কমরেড হিদার কোটিন, তুর্কি/নর্দান কুর্দিস্তানের এম এল সি পি'র প্রতিনিধি কমরেড নিশা, প্রতিবেশী 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং নেপালের নেপাল প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনে'র কমরেড সুনীল মানান্দার।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ও এদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে সুতীব্র করার আহ্বান জানিয়ে, শারীরিক কারণে নিজে উপস্থিত না থাকতে পেরে, বার্তা পাঠিয়েছেন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সভাপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার। তিনি বলেন, আমি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে আমার আদর্শগত সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই কনভেনশনে উপস্থিত থাকতাম। তিনি বলেন, বিশ্বগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির উপর একপ্রকার দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এই ঔপনিবেশিক বিকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস-লোলুপতা এবং যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতন গণজাগরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আশা করি, কলকাতা কনভেনশন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও বার্তা পাঠিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ কিউবার অ্যাবেলার্দো কুয়েটো সোসা, ব্রিটেনের নিউ কমিউনিস্ট পার্টির অ্যান্ডি ব্রুক্স, কানাডার নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল লুকাস, ফিনল্যান্ডের কমিনফর্ম-এর পক্ষে হেইক্কি সিপিলা, সুইজারল্যান্ডের ডঃ ফ্রেডরিক এফ ক্লেয়ারমন্ট, জার্মানির আন্দ্রিয়া স্কোয়েন ও মাইকেল ওপারস্কালস্কি, ফ্রান্সের 'দেমোক্রাত'-এর এডিটর আলেকজান্ডার মুম্বারিস এবং নরওয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধি। এছাড়াও উপস্থিত প্রতিনিধিরা এদিন প্রত্যক্ষ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব এ্যাটর্নি জেনারেল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নেতা র‍্যামসে ক্লার্কের ভিডিও রেকর্ডিং করা ভাষণ। সব মিলিয়ে 'অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামে'র উদ্যোগে আয়োজিত এই কনভেনশন আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। ফোরামের সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী যে

চারের পাতায় দেখুন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তৃতীয় মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

''শ্রমের মর্যাদা চাই, শ্রমের মুক্তি চাই পুঁজিবাদী শোষণ থেকে, মুনাফার দাসত্ব থেকে। যে সমাজ শ্রমের মর্যাদা দিতে জানে না সেই সমাজ কখনও বড় হতে পারে না। শ্রমিকের মর্যাদা এবং মুক্তির দাবিতেই চলছে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র আন্দোলন।'' — ১৯ নভেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তৃতীয় মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে একথা বলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিড়ি শ্রমিক, রিক্সা-ভ্যান চালক, নির্মাণ কর্মী, কাঠমিস্ত্রি, কৃষিশ্রমিক, দুগ্ধবহনকারী হেডলোডার, মুটে-মজুর, পরিচারিকা, মোটর পরিবহন শ্রমিক, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাওয়ারম্যেন্স ইউনিয়ন, পার্ট টাইম সুইপার ইউনিয়ন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী, স্বর্ণশিল্পী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সহস্রাধিক শ্রমজীবী মানুষ সামিল হয়েছিলেন।

সম্মেলন স্থানের নামকরণ করা হয় কমরেড শিউপূজন সোনার নগর। মঞ্চের নামকরণ করা হয় কমরেড বিশ্বনাথ বসাক মঞ্চ। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়, চলে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড আব্দুস সঈদ।

বিশ্বায়নের ভয়াবহ শিকার শ্রমিকরা। বুর্জোয়ারা তাদের নির্ভরযোগ্য দল কংগ্রেসকে দিয়ে শ্রমআইন সংস্কার করে শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলি হরণ করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার উদাসীন। কমরেড সিন্‌হা বলেন, ''শ্রম যুগ্মতালিকায় রয়েছে। ফলে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে শ্রম আইন তৈরি করার। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমস্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে শ্রমস্বার্থবাহী আইন তৈরি করে বামফ্রন্ট সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক।'' কমরেড সিন্‌হা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

মুর্শিদাবাদের পতাকা বিড়ি কোম্পানির মালিক কর্তৃক পি এফ-এর টাকা আত্মসাতের বিরুদ্ধে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে সূতী থানার বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। আন্দোলন দমন করতে সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে বিড়ি শ্রমিক মুজিবর সেখকে। আন্দোলনের চাপে মালিক শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল পি এফ-এর টাকা ফেরত দিতে। কমরেড সিন্‌হা বলেন, অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলি কখনো কখনো আন্দোলনের মহড়া দিলেও তারা মজুরি দাসত্ব থেকে শ্রমিকের মুক্তির পথ দেখায় না।

প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল শ্রমজীবী মানুষের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে আপসহীন লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, লড়াইয়ের পথই শ্রমিকের আত্মমর্যাদার পথ। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রবীণ বামপন্থী নেতা ও সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক সন্তোষ মণ্ডল, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে আনিসুল আম্বিয়া। মোটর পরিবহন শ্রমিক নেতা আব্দুর রফিক সম্মেলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন। কমরেড আব্দুস সঈদকে সভাপতি এবং কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্তকে সম্পাদক করে ২৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কোচবিহার

রেশন কার্ডের দাবিতে নাগরিক কমিটির আন্দোলন

রেশন কার্ড প্রদানে হয়রানির প্রতিবাদে গত ২২ নভেম্বর কোচবিহার জেলার পাটছড়া, খাগড়াবাড়ি এবং পেস্টার ঝাড়-এর নাগরিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। তার আগে দুই শতাধিক মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পাটছড়া নাগরিক কমিটির পক্ষে সন্তোষ রায় বলেন, রেশন কার্ড নিয়ে তিন ধরনের হয়রানি চলছে। প্রথমত, হারিয়ে যাওয়া রেশন কার্ডের পরিবর্তে নতুন কার্ড করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলেও বহুবার বিডিও এবং মহকুমা সাপ্লাই অফিসে দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, নতুন রেশন কার্ডের জন্য কাগজপত্র অফিসে জমা দিলেও দীর্ঘদিন টালবাহানার পর একসময় বলা হচ্ছে যে, কাগজপত্র হারিয়ে গেছে, নতুন করে জমা দিতে হবে। তৃতীয়ত, রেশনকার্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে পুরানো কার্ড সারেন্ডার করার পর নতুন কার্ড পেতে পাঁচ/সাত বছর লেগে যাচ্ছে। এর সুযোগ নিয়ে এক দালাল চক্র রেশনকার্ড দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে। এই সমস্যাগুলির কথা সদর মহকুমা আধিকারিকের কাছে তুলে ধরা হলে তিনি জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং দ্রুত রেশনকার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

বীরভূম

বিদ্যাসাগর-শরৎ জন্মজয়ন্তী পালিত

ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর এবং পার্থিব মানবতাবাদের যৌবনোদ্দীপ্ত প্রতিভূ শরৎচন্দ্রের জীবনসংগ্রামকে নিয়ে ব্যাপক চর্চার উদ্দেশ্যে এ আই ডি এস ও'র বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে ৬ নভেম্বর মুরারই ও ১৩ নভেম্বর রামপুরহাটে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মুরারইতে আলোচনা করেন ডাঃ তপন ভট্টাচার্য, শিক্ষক কুদ্দুস আলি, ডি এস ও'র পক্ষে কমরেডস্ বরুণ মণ্ডল ও আয়েষা খাতুন। রামপুরহাটে আলোচনা করেন শিক্ষক বরুণ কর্মকার এবং ডি এস ও'র জেলা সভাপতি কমরেড বিজয় দলুই। উভয় স্থানে সকলকে ধন্যবাদ জানান কমরেডস্ ভরত রবিদাস ও যুথিকা ধীবর।

দলের যুব কর্মী প্রয়াত

এস ইউ সি আই-এর দার্জিলিং জেলার আবেদনকারী সদস্য এবং ডিওয়াইও'র কর্মী কমরেড রাজেশ চক্রবর্তী (রাজু) মাত্র ৩২ বছর বয়সে কিডনির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ৯ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড রাজেশ ছাত্রাবস্থায় এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে ডি এস ও'র জেলা কমিটির সদস্যের স্তরে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে তিনি ডি ওয়াই ও'র কর্মী হিসেবে যুব আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যান। মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ডাবগ্রামে জাগরণী সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং খেলাধূলা সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করেন। ৯ নভেম্বর সকালে তাঁর মৃতদেহ এস ইউ সি আই জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য মরদেহে মাল্যদান করেন। মাল্যার্পণ করেন ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত সমস্ত কমরেড, তাঁর গুণগ্রাহীরা এবং ক্লাবের সদস্যবৃন্দ চোখের জলে কমরেড রাজুকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড রাজেশ চক্রবর্তী লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

সালিম গোষ্ঠীর হাতে ৫১০০ একর কৃষিজমি তুলে দেওয়া সহ গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে কর বসানোর প্রতিবাদে ও অন্যান্য স্থানীয় দাবিতে এস ইউ সি আই নিকারীঘাটা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতে ৮ নভেম্বর গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রায় মাসাধিককাল ধরে এর প্রস্তুতি চলে। গ্রাম ধরে ধরে বৈঠক, গ্রামে গ্রামে মাইক প্রচারের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হয়। নিকারীঘাটা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সহস্রাধিক নারী পুরুষ মিছিল সহকারে এই ডেপুটেশনে যোগ দেয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ আলকাছ শেখ, ওয়াজেদ সরকার, অনিল মণ্ডল, অজিত বাছাড়, সওগাত মণ্ডল প্রমুখ।

গোপালপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ৯ নভেম্বর হেড়োভাঙা হাটে একই দাবিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ আমিরুল সরদার, ইয়াহিয়া আখন্দ। প্রধান বক্তা দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে প্রকৃত বামপন্থী লাইনে পরিচালিত আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আবেদন জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ওয়াজেদ আলি গাজী।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

গত ১৬ নভেম্বর বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিড়ি শ্রমিক, সি এইচ জি ও টি ডি, রিক্সা-ভ্যান চালক, পি এইচ ই কর্মী (কনট্রাক্টরের অধীন) প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্মেলনে যোগদান করেন। জেলা সম্মেলনে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি উপস্থিত হন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সাগর মোদক; প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিমল জানা। এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিপ্রা দেবনাথ মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের উপর মালিকী ও সরকারি ব্যবস্থার আক্রমণ ও বঞ্চনার উল্লেখ করেন। জেলা সি এইচ জি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কমরেড আজিজুর রহমান ও অক্ষয় প্রামাণিক সি এইচ জি ও টি ডি-দের উপর সরকারি অবহেলা ও প্রতারণার দিকগুলি তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা কমরেড বিমল জানা উপস্থিত প্রতিনিধিদের উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আধারে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে যথার্থ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ সুদীপ্ত তরফদার জেলার সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে মজবুত করার আহ্বান রাখেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড সাগর মোদককে সভাপতি এবং কমরেড নীরেন্দ্রনাথ বর্মনকে সম্পাদক করে ২০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশন করে সভার কাজ শেষ করা হয়।

পুঁজিপতিশ্রেণীর তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ

ফ্রান্সে গণবিক্ষোভ

সম্প্রতি ফ্রান্সে বেশ কিছুদিন ধরে যে গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলেছিল তা শুধু ফ্রান্স নয়, নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা ইউরোপকে। এমনকী তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে এদেশেও। সংবাদমাধ্যমগুলিতে একের পর এক বের হয়েছে নিবন্ধ, নানা বিশ্লেষণী মতামত। এই বিক্ষোভের পিছনে কেউ দেখেছেন ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর হাত, কেউ বলেছেন এর পিছনে রয়েছে মাফিয়া আর ড্রাগ ব্যবসায়ীদের হাত, কেউ বলেছেন শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণার প্রকাশ এই বিক্ষোভ। কিন্তু যথার্থই কী ঘটেছিল ফ্রান্সে?

গত ২৭ অক্টোবর প্যারিসের এক শহরতলি ক্লিসি-সু-বোয়া অঞ্চলে দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পুলিশের তাড়া খেয়ে একটি ইলেকট্রিক্যাল সাব স্টেশন বেয়ে পালাতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মারা যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই যে বিক্ষোভ শুরু হয়, তা প্রবল গণবিক্ষোভের আকারে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ফ্রান্স জুড়ে। পরিণতিতে পুড়েছে হাজার হাজার গাড়ি, স্কুল, গির্জা ; লুঠপাট হয়েছে দোকানপাট, ভাঙচুর হয়েছে সরকারি অফিসবাড়ি। এমন ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ, এমন ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ফ্রান্স দেখেনি বহুকাল। ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়ে, লাঠিচার্জ করে, দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে, যেকোন জায়গায় পুলিশকে কারফিউ জারি করার ক্ষমতা দিয়েও ক্ষোভের আগুন এতটুকু নেভাতে পারেনি ফরাসি সরকার। যত দিন গেছে ততই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এক শহরতলি থেকে আর এক শহরতলি হয়ে প্রায় শ'তিনেক শহরে। পুলিশের সাথে বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে বিক্ষোভকারীদের। পুলিশের গাড়ি দেখলেই তাতে আগুনে বোমা ছুঁড়ে মেরেছে বিক্ষোভকারীরা; নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে, এক স্থান থেকে অন্যত্র সংবাদ পাঠাতে ই-মেল, এস এম এস ব্যবহার করেছে। পুলিশ আসার আগেই খবর পৌঁছে গেছে বিক্ষোভকারীদের কাছে।

কিন্তু কী সেই কারণ যার জন্য এমন ঘটল, যার জন্য পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম চূড়ামণি ফ্রান্সের এক বিরাট অংশের শোষিত মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে এমন মরিয়া বিক্ষোভে ফেটে পড়ল? বিক্ষোভ যে অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলি মূলত অভিবাসী অঞ্চল— প্যারিসের শহরতলি সাঁ দেনি, আর্জেন্তিউল, ক্লিসি-সু-বোয়া, অলনে-সু-বোয়া প্রভৃতি এলাকা এবং লিল, লিয়ঁ, মার্সেই প্রভৃতি শহর। ফ্রান্সের পূর্বকার উপনিবেশ আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিশিয়া প্রভৃতি উত্তর আফ্রিকা ও আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা মানুষরাই দু-তিন প্রজন্ম ধরে বাস করছেন এই অঞ্চলগুলিতে। শহরের প্রত্যন্তে ফ্রান্সের অত্যন্ত দরিদ্র এলাকা এগুলি। সকলেই প্রায় নেই-রাজ্যের বাসিন্দা, দারুণভাবে উপেক্ষিত — উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই। চাকরি নেই, পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এলাকাগুলিতে ড্রাগ মাফিয়াদের রমরমা। অনেকেই ভিড়ে গেছে তাদের দলে। ফলে লেগেই রয়েছে মাফিয়া ধরবার নামে নিত্য পুলিশি অত্যাচার এবং খানাতল্লাশি। একদিকে তীব্র বেকারি, অপরদিকে কাজের যতটুকু সুযোগ রয়েছে সেখানেও কৃষ্ণাঙ্গদের স্থান নেই। শ্বেত ফরাসিদের শাসকসুলভ দম্ভ এবং বর্ণবিদ্বেষ এই মানুষগুলিকে অচ্ছুত বলেই মনে করে। অলনের এক যুবকের কথায়, 'যে মুহূর্তে ওরা শুনবে, আমরা একে মুসলিম, তায় অলনের বাসিন্দা, অমনি আমাদের আর ইন্টারভিউতে ডাকবে না।' আর এক যুবকের তীব্র ক্ষোভ, 'গ্র্যাজুয়েট হয়েও তো আমাদের সেই ঝাড়ুদারের চাকরিই করতে হবে।' রাজনৈতিক অধিকারে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধায়ও এই মানুষগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এই ব্যাপক গণবিক্ষোভের সময়েও ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস সারকোজির মুখে সেই সুর স্পষ্টভাবে শোনা গেছে। তিনি বলেছেন, 'ওরা আসলে মূল ফরাসি নয়, আমাদের সংস্কৃতির কেউ নয় ওরা। ওরা গ্যাংগ্রিন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকে আরও স্পষ্ট যে, ফ্রান্সের সাড়ে পাঁচ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ অভিবাসীকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কীভাবে তাঁরা ব্রাত্য করে রেখেছেন। ফরাসি সমাজের ভাল-মন্দের সাথে, উৎপাদনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেলেও, তাঁদের ফরাসি বলে স্বীকৃতি দেয়নি তথাকথিত 'মূল' ফরাসি সমাজ। কলে-কারখানায়, অফিসে তাঁদের ঘাম-রক্ত শুষে নিয়ে ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণী মুনাফার পাহাড় গড়লেও 'খাঁটি ফরাসি' শাসকশ্রেণী কোনদিনই তাঁদের প্রাপ্য অধিকার দেয়নি। নাগরিক হিসাবে স্বীকার করলেও নাগরিকের মর্যাদা দেয়নি। বছরের পর বছর এই অবহেলা, শোষণ, বঞ্চনাই দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে প্রবল বিক্ষোভের আকারে।

ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণী যখন শ্রেণী হিসাবে প্রগতিশীল ছিল সেইসময় একদিন ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে সাম্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলেছিল। সামন্ততন্ত্রের গাঢ় অন্ধকার থেকে, দাসত্বের শক্ত নিগড় থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিল। সে ডাক ফ্রান্সের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বে। আধুনিক সভ্যতা যাত্রা শুরু করেছিল 'ফরাসি বিপ্লব'কে আদর্শ মেনে। তা সত্ত্বেও ফরাসি বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সমাজ অভ্যন্তরে এই অসাম্য, এই বিদ্বেষ গভীরে বাসা বেঁধে থাকল কী করে! ইতিমধ্যে সীন নদী বেয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে। অন্যান্য ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মতোই ফরাসি পুঁজিবাদও বিকাশের স্তর অতিক্রম করে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। একদিন আফ্রিকার যে উপনিবেশগুলিতে ফ্রান্স তীব্র শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের নিঃস্ব, রিক্তে পরিণত করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি আক্রমণে বিধ্বস্ত ও প্রবল সঙ্কটে জর্জরিত ফরাসি পুঁজিবাদ পুনরায় উঠে দাঁড়াতে সেই দেশগুলিরই দরিদ্র অধিবাসীদের সস্তা শ্রমিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য অভিবাসী হিসাবে ফ্রান্সে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেজন্য অভিবাসন নীতিকেও দরাজ করে। বিদেশ থেকে আগত সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, যাদের স্থান হয়েছিল মূল শহর থেকে দূরে, মূলত শহরতলি অঞ্চলে, সেদিন ফরাসি পুঁজিপতিদের মুনাফার ভাণ্ডারে তারা অনেক সম্পদই সঞ্চিত করেছিল।

আজ বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদের সঙ্কট চরম রূপ ধারণ করেছে। ফরাসি পুঁজিবাদ তার পুরানো আধিপত্য হারিয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে বিতাড়িত হয়েছে, অপর এক উপনিবেশ আলজিরিয়া থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে। ফলে তীব্র বাজার সঙ্কটের কারণে উৎপাদনে এসেছে বন্ধ্যাত্ব। শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার পরিবর্তে আজ সে তাদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। কলে-কারখানায় ছাঁটাই আজ নিত্যদিনের ঘটনা। ফ্রান্সের ৬০ লক্ষ অভিবাসীদেরও সিংহভাগই বেকার। ধর্মঘট লেগেই আছে। কিছুদিন আগেই ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছিল গোটা ফ্রান্স। শ্রমিকশ্রেণীর উপর ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণীর আক্রমণ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতেও একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অর্জিত অধিকার। রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে সাদা-কালো নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণী। তাই শ্রমিক ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণী ফরাসি বংশোদ্ভূত শ্রমিকদের বোঝাচ্ছে, তাদের বেকারির জন্য অভিবাসীরাই দায়ী — যেমন করে আমাদের দেশে বোঝানো হয়, এদেশের তীব্র বেকারত্বের জন্য দায়ী সংখ্যালঘুরা, অথবা ওপার থেকে আসা উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীরা। ফলে একই শোষিত জনগণের উভয় অংশের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিভেদ। বুর্জোয়া-শ্রেণীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে ফরাসি সমাজেও উভয় অংশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বাড়ছে ঘৃণা ও অবিশ্বাস। এভাবেই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রমিক বিক্ষোভের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে মদত দিচ্ছে জাতিবিদ্বেষে। বুর্জোয়াদের বহু ব্যবহৃত ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির নগ্ন প্রয়োগ হচ্ছে ফ্রান্সে।

পুঁজিবাদী সমাজের অঙ্গ হিসাবে জাতিবিদ্বেষ বরাবরই টিকিয়ে রাখলেও বিকাশের যুগে পুঁজিপতিশ্রেণী এর বিরুদ্ধে কিছুদূর পর্যন্ত লড়েছিল। অবশ্য উৎপাদনের প্রয়োজনেই সেদিন শ্রমিকদের মধ্যে এই সংহতি তার প্রয়োজনও ছিল। বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদ আজ সেই ভূমিকা হারিয়েছে। তাই জাতিবিদ্বেষ আজ শুধু ফরাসি জাতির সমস্যা নয়, তথাকথিত উন্নত ইউরোপের দেশে দেশে এবং আমেরিকাতেও জাতিবিদ্বেষ আজ একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সম্প্রতি কাটরিনা আক্রান্ত আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্সে জাতি-বিদ্বেষের এক বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব। জার্মানিতেও জাতিদাঙ্গা মাথা চাড়া দিচ্ছে। নিজস্ব স্বার্থে সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে পুঁজিপতিশ্রেণী যেভাবে জাতিবিদ্বেষকে এতদিন মদত দিয়ে এসেছে, তার বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। ফ্রান্সের বিক্ষোভে আতঙ্কিত গোটা ইউরোপের শাসকশ্রেণী। যে কোন সময়ে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে দিন গুনছে।

দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি সমাজ অভ্যন্তরে অবিশ্বাস, অবহেলা, অবমাননার একটা আগ্নেয়গিরি ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল; দুই যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ যেন খুলে গেছে। প্রায় সংগঠনহীন, স্বতঃস্ফূর্ত এই বিক্ষোভ ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণীর তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত প্রতিবাদ। সামাজিক বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্বই সরকারবিরোধী এই বিক্ষোভের মূল কারণ। শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়টিকে আড়াল করার জন্য কোনও কোনও স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই বিক্ষোভে একটি ধর্মীয় মোড়ক লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে এই বিক্ষোভকে বর্ণবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখানোর। বিক্ষোভকে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে খ্রিস্টান ফরাসিদের বিরুদ্ধে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরোধ হিসাবে। অথচ বাস্তব হল, বিক্ষোভকারীদের সিংহভাগই মুসলিম বংশোদ্ভূত হলেও, বাকিরা নয়। ৩০-৪০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ হলেও বাকিরা ফরাসি বংশোদ্ভূত বা পূর্ব অথবা দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী। তাছাড়া দারিদ্র ও বঞ্চনার শিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরাও এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের সরকারবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ছাড়া এটি আর কিছুই নয়।

যখন সমস্ত প্রকার দমননীতি প্রয়োগ করেও বিক্ষোভ থামানো যায়নি, বিক্ষোভকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়নি, তখন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী দমিনিক দ্য ভিলপ্যাঁ বলছেন, 'ফ্রান্স খুব ভুল করেছে। এতদিন পর্যন্ত তার বুকে বসবাস করা অভিবাসী, বিশেষত আফ্রিকান অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনেক বৈষম্য ঘটেছে ফ্রান্সে। আর সেটাই হয়েছে বিরাট ভুল।' যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙল ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণীর! যেন তাঁদের তীব্র শোষণের ফল সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না! আসলে এই বিক্ষোভের ঘটনায় 'সভ্য', 'রোমান্টিক', 'সংস্কৃতিবান', 'শিল্পপ্রাণ', 'রুচিশীল' ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিশেষিত ফরাসি সমাজ-অভ্যন্তরের যে নগ্ন চেহারাটা বিশ্বের সামনে বেআব্রু হয়ে পড়েছে, তা পুঁজির নির্মম শোষণের চরিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। দেখিয়ে দিয়েছে, ফরাসি বিপ্লবের গৌরবকে আত্মসাৎ করলেও তার ঐতিহ্য বহন করার ক্ষমতা আজ আর বুর্জোয়া সমাজের নেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ কোন ভদ্রতার আবরণ দিয়েই ঢেকে রাখা যায় না। তবুও এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতেই ফ্রান্সের পুঁজিপতিশেণীর এই ভুল স্বীকারের কৌশল। যেন, এটা শ্রেণীশোষণের ফল নয়, শুধু ফরাসি সমাজের একটা ভুল মাত্র, যা আগামী দিনে শুধরে নেওয়া যাবে, ধীরে ধীরে এই বিক্ষোভ একদিন স্তিমিত হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর জন্য সরকারি কিছু পরিকল্পনাও হয়ত ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এই বিক্ষোভ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর যে ঘৃণা, যে গরল উগরে দিল কোন কিছু দিয়েই তাকে ঢাকতে পারবে না ফ্রান্সের পুঁজিপতিশ্রেণী।

ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এই শ্রমিকশ্রেণী ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮৪৮ সালের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮৭১-এর পারি কমিউন বিশ্বের প্রথম শোষিত মানুষের ক্ষমতা দখলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে অনেক বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণী। আজও ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীকে এই কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, ততদিন শোষণ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে না— তা সে যার গায়ের রঙ যা-ই হোক না কেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে তাদের এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিপতিশ্রেণীর চূড়ান্ত আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে সুসংগঠিত আন্দোলন ছাড়া তা সম্ভব নয়। তা না হলে এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শেষপর্যন্ত হতাশাই ডেকে আনবে— লাভ হবে পুঁজিপতিশ্রেণীর। এই বিক্ষোভকে দমন করার নামে একের পর এক আরও নগ্ন আক্রমণ তারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর নামিয়ে আনবে।

কৃষক ও খেতমজুরদের আইনঅমান্য জলপাইগুড়িতে

কৃষক উচ্ছেদ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে কৃষিজমি উপঢৌকন দেওয়ার প্রতিবাদে এবং কৃষি ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরি, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবি সহ ১৫ দফা দাবিতে প্রায় চারশত কৃষক ও খেতমজুর ৭ নভেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে আইনঅমান্য করেন। এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে এই শান্তিপূর্ণ আইনঅমান্য কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে কমরেড পরেশ রায় আহত হন। আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেডস্ হরিভক্ত সর্দার, সমসের আলী, সুরেশ রায় প্রমুখ।

সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করছে

একের পাতার পর

'এ্যাপ্রোচ পেপার' উপস্থিত করেন এবং ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক যে রেজলিউশনগুলি পেশ করেন, উপস্থিত প্রতিনিধিরা সেগুলির ওপর সারাদিনব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। (মূল এ্যাপ্রোচ পেপার পরবর্তীতে প্রকাশিত হবে।) বিদেশি প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক তরুণ স্যান্যাল (পশ্চিমবঙ্গ), অধ্যাপক বি কে নায়েক

বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী

(ওড়িশা), পি ডি বর্মা (হরিয়ানা), অধ্যাপক এন কে চৌধুরি (বিহার), অধ্যাপক বিজয় কুমার পিউস (ঝাড়খণ্ড), এস কে মালব্য (উত্তরপ্রদেশ), সিমাদ্রি (কর্ণাটক), চন্দ্রলেখা দাস (আসাম), গোবিন্দ রাজলু (অন্ধ্রপ্রদেশ), মুকেশ সেনওয়াল (গুজরাট), অনুপ মৈত্র (ছত্তিশগঢ়), কুমার কুলশ্রেষ্ঠ (মহারাষ্ট্র), অমরিন্দর পাল সিং (পঞ্জাব), বি কে রাজাগোপাল (কেরালা), দীপেন্দর সিং কাউর (দিল্লি), পি রাজেন্দ্রন এবং ভেলাইয়ান (তামিলনাড়ু) প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রবল উল্লাস ও বিশ্ব সাম্যবাদী মহলে যে হতাশার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, এস ইউ সি আই তার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষাগুলিকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে পার্টি সেইসময় দেখিয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় আকস্মিক ছিল না। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সংশোধনবাদের সিংহদুয়ার যেভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, তার অনিবার্য পরিণামে এমন ধরনের বিপর্যয় যে ঘটতে পারে — মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৫৬ সালেই সেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সে সংক্রান্ত বইপত্র বিশ্বের সাম্যবাদী মহলে যেখানেই পৌঁছেছে, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ইস্যুর উপর মহান নেতার ভাষণ সম্বলিত বইপত্রের আকর্ষণ বেড়েছে এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে এস ইউ সি আই এক উল্লেখযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাথমিক বিভ্রান্তি ও হতাশা কাটিয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণ আবার পথে নেমেছে, লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হলেও এই বিক্ষোভগুলি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাসে ভাটা ধরিয়ে দিয়েছে। দেশে দেশে গড়ে ওঠা এই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভগুলিকে সংযোজিত করে বিশ্বজোড়া এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে ১৯৯৫ সালে এগিয়ে আসে এস ইউ সি আই। প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে পার্টি ১৯৯৫ সালে কলকাতায় প্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে কনভেনশনের আয়োজন করে বিশ্বের নানা দেশের প্রতিনিধিরা তাতে যোগদান করেন। সেখানেই গড়ে ওঠে 'অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম।' সভাপতি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী নির্বাচিত হন।

প্রথম কনভেনশনের ঠিক দশ বছর পর গত ২৪ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ কনভেনশন। এর আগে ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় এবং ২০০৩ সালে তৃতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন ক্রমেই তীব্র রূপ ধারণ করে মুহুর্মুহু ফেটে পড়ছে। চিন্তাশীল জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে ধ্বংস করতে সোভিয়েতের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদীরা সগর্বে ঘোষণা করেছিল, বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই শেষ কথা বলবে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ তীব্র সঙ্কটে বিপর্যস্ত। দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণের বিক্ষোভ আন্দোলন সেই সাম্রাজ্যবাদীদের গালে কার্যত সজোরে থাপ্পড় কষিয়ে দিচ্ছে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি খোদ আমেরিকা সহ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদী হামলা, শোষণ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামছে। অন্যদিকে যতই চেষ্টা করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণকে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সম্প্রতি মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যৌথ সেনামহড়া অনুষ্ঠিত করল। এর বিরুদ্ধে সিপিএম প্রতিবাদের নাটক

কমরেড মানিক মুখার্জী

দেখালেও সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার কিন্তু এই সেনামহড়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সেনামহড়া এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রতিও ধিক্কার ধ্বনিত হল কলকাতার কনভেনশনে। কনভেনশন মঞ্চের পশ্চাদপটে অঙ্কিত চিত্রে ছিল তারই প্রতিফলন। ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুই পতাকার মিলন, নারী-শিশু সহ সাধারণ মানুষের উপর সমরাস্ত্রের আক্রমণ ও ধ্বংস, তার বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির দাবিতে গণবিক্ষোভ এবং সেই গণবিক্ষোভকে সংযোজিত করে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত করতে পারলেই যে তার পরিণতিতে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির সূর্য উদিত হবে, প্রকৃত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মঞ্চের পশ্চদপট চিত্রে ছিল তারই ঘোষণা। সঙ্গীতগোষ্ঠী পরিবেশিত 'হোল্ড হাই দ্য ব্যানার অফ পিস, হোল্ড হাই দ্য ব্যানার অফ জাস্টিস' সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছিল তারই মূর্ছনা। বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন সেই শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত বেদীতে মাল্যার্পণ করে কনভেনশনের সভাপতি ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী শুরুতেই যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাতে ঘোষিত হল শহীদদের প্রদর্শিত পথে অভিযানের দৃঢ়সঙ্কল্প।

কনভেনশনের বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এর প্রস্তুতি। শুধু এ রাজ্যে নয়, দেশের ২০টি রাজ্যেই অসংখ্য দেওয়ালিখনের মধ্য দিয়ে, পোস্টার-লিফলেট দিয়ে মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এই প্রস্তুতির কথা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। কনভেনশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থও দেশের সাধারণ মানুষই জুগিয়েছেন। সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তায় ও স্টেশনে দাঁড়িয়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু একটু করে এই অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ফলে দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, যাঁরা সরকারি বামপন্থী দলগুলির শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে নেতৃত্বের আপসকামিতায় আন্তরিকভাবে ব্যথিত, তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই কনভেনশনকে স্বাগত জানিয়েছেন; প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছেন শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, পুরানো বামপন্থী কর্মী, সমাজকর্মী সহ সমাজের সর্বস্তরের চিন্তাশীল মানুষ। তেমনই দেশের দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ইউ পি এ নেতৃত্ব যেভাবে এন ডি এ'র মতোই দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে মার্কিন ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে, তাতে ক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী মানুষও কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কনভেনশনের নির্দিষ্ট সময় সকাল ১০টার অনেক আগেই প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে হল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়েই কমরেড মানিক মুখার্জীর নেতৃত্বে বিদেশি প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন। সংগঠনের শত শত স্বেচ্ছাসেবক প্রবেশ-পথের দুদিকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাঁদের। স্বেচ্ছাসেবকদের মুহুর্মুহু স্লোগান — 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন', 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করুন' — সমগ্র এলাকাকে সচকিত করে তুলেছে। হলের মধ্যে সকলেই গভীর মনোযোগের সাথে বক্তাদের বক্তব্য শুনেছেন, বিদেশি প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বোঝার চেষ্টা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃঢ় মনোভাবকে বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতা, শৃঙ্খলা বিদেশি প্রতিনিধিদেরও বিস্মিত করেছে। বারেবারেই সে'কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

কনভেনশনের শুরুতে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখার্জী বলেন, ''১৯৯৫ সালে এই কলকাতা শহরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর আমরা আবার সমবেত হয়েছি। এটা আমাদের চতুর্থ সম্মেলন। এই এক দশকে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে মানুষের নাগরিক এবং মানবিক অধিকারকে সাম্রাজ্যবাদ কী বেপরোয়া এবং নৃশংসভাবে ধ্বংস করছে। তিনি বলেন, এই দশ বছরে আমরাও সারা দেশে আমাদের শাখা সংগঠনগুলিকে গড়ে তুলেছি সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য। সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের আছে অঢেল টাকা। আর আমরা পাচ্ছি প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষদের। আমরা জিতবই।

কনভেনশনে উত্থাপিত ৯টি রেজলিউশনের মধ্য দিয়ে মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম — যা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের কাছে সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে — সেই সংগ্রামকে সমর্থন জানানো হয় এবং দখলদার রাষ্ট্রগুলির উপর ইরাক-ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইনের উপর মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আক্রমণ, এলাকা দখল, প্যালেস্টিনীয়দের হত্যা ও বন্দী করে রাখা এবং সিরিয়া ও ইরানের উপর মার্কিন আক্রমণের হুমকির প্রতিবাদ ধ্বনিত করা হয়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভূতপূর্ব আন্দোলনগুলিকে সমর্থন জানানো এবং কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধের অবসানের দাবিতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। আফ্রিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে অভিনন্দিত করা হয়। সর্বশেষে, এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ অবলম্বনকারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং

কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা

এই প্রতিক্রিয়াশীল পথ ত্যাগ করতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

ফোরামের সহ সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী মূল 'অ্যাপ্রোচ পেপার' পড়ে শোনানোর পর রুশ প্রতিনিধি নীনা আন্দ্রিয়েভা তাঁর ভাষণে বলেন, সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদের পরগাছা ও মুমূর্ষু স্তর — লেনিন বহুপূর্বেই তা উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেন, সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা নানা জোট ও গোষ্ঠী গড়ে তোলে, কাঁচামাল-বাজার ও সস্তা শ্রম লুঠ করে। কিন্তু এই লুঠের বাজার নিয়ে আবার সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য; এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতেই গত দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। তিনি বলেন — সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজোড়া গুণ্ডামির চরিত্রটিকে কমরেড স্ট্যালিন উন্মোচিত করে বলেছিলেন, জার্মান সামরিক শক্তির পরাজয়ের দ্বারা বিশ্বশান্তি চিরস্থায়ী হয়ে গেল তা নয়; সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিণামে বিশ্বশান্তি বড়জোর ৫০ বছর স্থায়ী হতে পারে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, মহান লেনিনের যোগ্য উত্তরসূরী কমরেড স্ট্যালিনের বিশ্লেষণ কত অভ্রান্ত ছিল।

নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেন, পুঁজিবাদ কারিগরি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক উন্নতি ঘটিয়েছে; সেই কারিগরি উন্নতি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে ঘটছে শ্রমিক ছাঁটাই এবং আরও তীব্র হয়েছে শ্রমিক শোষণ। একই মজুরি পেতে একজন শ্রমিককে এখন আগের থেকে বেশি খাটতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ কেবল শোষণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংস করেই ক্ষান্ত নয়, তারা

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে

দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর করুন

চারের পাতার পর

প্রকৃতিকে — তার বাতাস ও জলকে ভয়ঙ্করভাবে দূষিত করছে এবং তারা এখন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে উষ্ণায়ণ ঘটছে, সুমেরুতে বরফ গলতে শুরু করেছে। বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি খোদ আমেরিকাতেই সেই ঘটনাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেন, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে লুঠের বাজার দখলের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে। কে 'সুপার পাওয়ার' হবে — এই প্রশ্নে এখন আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়েছে এবং আমেরিকার গড় জাতীয় আয়কে প্রায় ধরে ফেলেছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ও নিজস্ব সমরাস্ত্র কারখানা গঠন করতে চাইছে। তিনটি বৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠী — ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্স সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছে। এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলছে বাল্টিক সাগরে গ্যাস উৎপাদনের চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে। আমেরিকা চাইছে ইউরোপের উপর তার কর্তৃত্ব আগের মত বজায় রাখতে। তারা মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও আরবের পূর্বাঞ্চল সহ বিশাল এলাকা নিয়ে ''বৃহত্তর নিকট-প্রাচ্য'' গঠনের পরিকল্পনা করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকা চাইছে বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ চালানোর নীতি কার্যকর করতে। সামরিক জোট 'ন্যাটো'র নিয়ন্ত্রণ এলাকা বৃদ্ধির চেষ্টা তারা করছে। চীন, রাশিয়া এবং সম্ভবত ভারতবর্ষের উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের লক্ষ্যে আমেরিকা সেনাঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে রাশিয়াও এখন 'সন্দেহ হলেই যাকে খুশি আক্রমণের' অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়ার মধ্যে আজ পার্থক্য কোথায় ?

সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে নীনা আন্দ্রিয়েভা আরও বলেন, স্পেন ও ইতালি — ইউরোপের এই দুটি দেশ — যারা আমেরিকার সঙ্গেই ইরাকে সেনা মোতায়েন করেছিল, তারা ইতিমধ্যেই ইরাক থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ইরাক প্রশ্নে ফ্রান্স ও জার্মানি আমেরিকার সমর্থনে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করছে না। নানা ক্ষেত্রে আমেরিকা তার নেতৃত্বকারী স্থান থেকে পিছিয়ে পড়ছে; কোরিয়া উপদ্বীপ এলাকায় পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা সৃষ্টি সংক্রান্ত ছয় দেশীয় আলোচনায় এই অবস্থাটি পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপের পর ভারত, রাশিয়া ও চীন একটি মিলিত গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করছে; প্রভাবাধীন এলাকা বৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যেও কাজ করছে। তিনি বলেন, আমেরিকা যখন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের অপরাধে ইরানকে দোষী সাব্যস্ত করে হুমকি দিচ্ছে, চীন তখন ইরানের তেল শিল্পে ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর-এর উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে রাশিয়া তখন ইরানকে সহযোগিতা করছে ও সেজন্য ডলার জোগাচ্ছে।

সবশেষে নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেন, সাম্রাজ্যবাদ নৈতিকতা, সাম্য ও মানবতাকে ধ্বংস করে, ধ্বংস করে প্রকৃতির সর্বোন্নত সৃষ্টি মানুষকে। ফলে, মানবজাতিকে বাঁচাতে সাম্রাজ্যবাদের ইতি ঘটাতে হবে। কিন্তু যে শ্রমজীবীশ্রেণী এটা ঘটানোর ক্ষমতা রাখে তারা সঙ্ঘবদ্ধ নয়; সাম্রাজ্যবাদের

কমরেড হিদার কোটিন

বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ তীব্রতর দ্বন্দ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করছে; সেই পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হলে সভ্যতা অবলুপ্ত হবে। ফলে বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী এবং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতাকে আরও মজবুত করে তুলতে হবে।

ইন্টারন্যাশানাল অ্যাকশান সেন্টার অফ ইউ এস এ'র প্রতিনিধি কমরেড হিদার কোটিন কনভেনশনের বেশ কয়েকদিন আগেই ভারতে এসেছিলেন। দিল্লিতে পৌঁছোলে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কলকাতার কনভেনশনে তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক আক্রমণের সময় ফ্রান্স ও জার্মানি একসময় বিরোধিতার ভান করেছিল। এখন ফ্রান্স ইরাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত গণভোটকে স্বাগত জানিয়েছে। জার্মানি ঋণদান ও প্রশিক্ষণ মিশনের লাভজনক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য লাফ দিয়ে ইরাকে এসে হাজির। তারা বলছে, শুধু জার্মানির স্বার্থে নয়, ইউরোপের স্বার্থেই একটি স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক ইরাক প্রয়োজন। জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের হীনস্বার্থের থাবা বিস্তারে এখন ইরাকে হাজির। ইরাকে তেল, এশিয়া ও তার বাইরে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ সম্পদ, শস্য এবং সর্বোপরি সস্তা শ্রমশক্তি দখল করাই এদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ।

হিদার কোটিন বলেন, এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান। তাদের ১৯৪৭ সালের সংবিধানে রণসজ্জা নিষিদ্ধ ছিল। এখন তারা ঘোষণা করেছে, মার্কিন রণসজ্জাকে সহায়তা করতে তারা যুদ্ধ বিমান ও যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে পারে এবং যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কাজেও সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু জাপ-জনগণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সামিল। দক্ষিণ জাপানের ওকিনওয়া দ্বীপে একটি বড় সামরিক ঘাঁটি বানাবার পরিকল্পনা করেছিল আমেরিকা; জনসাধারণের তীব্র বিক্ষোভে আমেরিকা ও জাপান সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। জাপানে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপনের জাপ-মার্কিন পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তীব্র বিক্ষোভের সামনে পড়েছে। মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রামকেও হিদার অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই সংগ্রাম থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জাতি বিশেষ করে মার্কিন হুমকির মুখে দাঁড়ানো ইরান ও সিরিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় শ্রমজীবী জনগণ অনুপ্রেরণা লাভ করছে।

হিদার কোটিন বলেন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সাধারণ মানুষকে যে কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয় — সাম্রাজ্যবাদীরা সেসব পরোয়া করে না। গরিব সাধারণ মানুষের জীবন যায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণকে যুদ্ধের জন্য অর্থ জোগাতে হয়, এবং নিষ্পেষিত জাতিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অবশেষে হিদার কোটিন বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা সশস্ত্র ও আমাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ — একথা ঠিক। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম, আমরা শ্রমজীবী জনগণই সংখ্যায় বেশি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই।

তুরস্কের প্রতিনিধি কমরেড নিশা তাঁর ভাষণে বলেন, সাম্রাজ্যবাদ আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের আবর্তে। আমেরিকা বিশ্বের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া। অন্যদিকে জার্মান ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং চীন, রাশিয়া, জাপান মার্কিন-অধীনস্থ লুঠের বাজারের ভাগ দাবি করছে। মধ্যপ্রাচ্য, ককেশাস-ক্যাস্পিয়ান অঞ্চল ও বল্কান অঞ্চলের নানা এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করছে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম তীব্র রূপ নিচ্ছে। ইরাক, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, নেপাল, ইটালি, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশের শ্রমজীবী ও নিষ্পেষিত জনগণের সংগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কাছে মাথা নত করবে না। ইউরোপের দেশগুলিও নয়া-ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি ও প্রতিরোধ সংগ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন। এগুলিকে সংঘবদ্ধ রূপ দিতে হবে। নিশা বলেন, সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতিগত আক্রমণও মারাত্মক; তারা নিষ্পেষিত জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসবাদ' আখ্যা দিয়ে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দখলদারিকে পিছিয়ে-পড়া জাতির মধ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আমদানি বলে প্রচার করছে; এই প্রচারের দ্বারা নিপীড়িত জনগণের মধ্যেও তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে — যা শোষিত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষতি করছে। এই সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার উপর নিশা গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৯১৬ সালে বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা কমরেড লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের স্রষ্টা। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য। ১৯১৬ সালের পর আমাদের পৃথিবী সূর্যকে প্রায় ৯০ বার প্রদক্ষিণ করেছে; দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। পৃথিবী এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন। আজও লেনিনের বক্তব্য কার্যকরী।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আমরা যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্র, তারা ভাল করেই জানি যে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রথম শিকার হয় ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলি। বর্তমান বিশ্বে আমরা সেটাই হতে দেখছি। আমাদের দেশ বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আমেরিকা ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ তেল, গ্যাস ও কয়লা সহ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করছে। তারা

কমরেড খালেকুজ্জামান

আমাদের শিল্প ও কৃষিকে ধ্বংস করছে। আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রাণ যে প্রধান সমুদ্র-বন্দর — আমেরিকা তার উপর নজর দিয়েছে। আমাদের এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন। আশার কথা বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন বেড়ে চলেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম। আমরা বাম ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিও আমাদের দেশে ভারত-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। তিনি প্রস্তাব দেন, সার্ক এলাকাভুক্ত দেশগুলিতে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সংযোজিত করবার ক্ষেত্রে 'অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম' প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করুক। এছাড়াও এই ফোরাম যাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে গড়ে ওঠা এই ধরনের সংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করতে পারে — সেই উদ্যোগ গ্রহণের আবেদনও তিনি পেশ করেন।

নেপাল প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের প্রতিনিধি সুনীল মানান্দার নেপালের উপর ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও রাজতন্ত্রের

কমরেড সুনীল মানান্দার

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নেপালি জনগণের সংগ্রামের দিকটি তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সংযোজিত করার আহ্বান জানান।

ভূতপূর্ব মার্কিন এ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক তাঁর ভিডিও ভাষণে বলেন, নিউ ইয়র্কে নিহত হওয়ার ঠিক এক বছর আগে ১৯৬৭ সালে মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন — একথা বলতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় যে, আমার নিজের দেশ আমেরিকা বিশ্বে হিংস্রতার সবচেয়ে বড় জোগানদার। তারপর ৩০ বছরেরও বেশি কাল কেটে গেছে; মার্কিন হিংস্রতা এখন মাত্রাহীন। আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার এখন অবশিষ্ট সমগ্র বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রাগারকে ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি এখন বিশ্বের যেকোন প্রান্তে অতি দ্রুত ৫-১০ মেগাটন পরমাণু অস্ত্রসম্ভার নিক্ষেপ করতে পারে। অথচ গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমরা

আটের পাতায় দেখুন

গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন

দরিদ্র মানুষের সাথে আরও একটি প্রতারণা

গ্রামের গরিবদের বছরে ১০০ দিন বাধ্যতামূলকভাবে কাজ দেওয়া নিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার যে আইন পাশ করেছে, তাকে সংবাদমাধ্যম এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন শরিক দল 'ঐতিহাসিক', 'বৈপ্লবিক', 'যুগান্তকারী' ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করেছে। গ্রামের গরিবদের জন্য একটা বিরাট কিছু করা হয়েছে বলে শরিক দলগুলো প্রচার শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই আইন নিয়ে প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে সিপিএমও বলছে, ইউ পি এ সরকার এই যে আইনটি পাশ করাতে বাধ্য হল, এর মূলে রয়েছে বাম দলগুলোর চাপ। একথা বলে তারা আইনটি পাশের কৃতিত্ব দাবি করছে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের জোটবন্ধন জনস্বার্থে — এটা দেখাতে চাইছে। এই প্রকল্পের জন্য ৯০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র ও ১০ শতাংশ টাকা রাজ্য দেবে, প্রথমদিকে এরকম নির্ধারিত ছিল। সিপিএম তখন বলে পুরো টাকা কেন্দ্রকেই দিতে হবে, রাজ্যের পক্ষে কোন টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। পরে এই প্রকল্পে দেয় টাকা থেকে রাজ্যকে ছাড় দেওয়া হয়।

কী বলা হয়েছে এই কর্মসংস্থান আইনে? বলা হয়েছে, গ্রামের কোন প্রাপ্তবয়স্ক গরিব মানুষ ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করতে চাইলে তাকে বছরে ১০০ দিনের গ্রামীণ বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে হবে। তাকে পঞ্চায়েতের কাছে কাজের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্ত করার ১৫ দিনের মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েত তাকে কাজ দিতে বাধ্য থাকবে। কাজ দিতে না পারলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে বেকারভাতা দিতে হবে। বেকারভাতার টাকা দেবে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন রাজ্যে যে ন্যূনতম মজুরি চালু আছে এক্ষেত্রে সেটাই কার্যকরী হবে; তবে কোন অবস্থাতেই মজুরি ৬০ টাকার কম হবে না। পরিবার পিছু মাত্র একজনই কাজ পাবে। এক্ষেত্রে কোন পরিবারে যদি দুজন কর্মক্ষম বেকার থাকেন এবং তাঁদের যদি বৈধ রেশনকার্ড ও ভোটার কার্ড থাকে, তাহলে দুজনকে ভাগ করে প্রত্যেককে ৫০ দিন করে কাজ দেওয়া হবে। এই হল গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের মূল কথা।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৫তম তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে বর্তমানে ৩৬ শতাংশ কৃষিমজুর রয়েছে। এঁরা বছরে মোটামুটি ১১৪ দিন কাজ পান এবং কোন অবস্থাতেই এঁরা বছরে ১৪০ দিন থেকে ১৭০ দিনের বেশি কাজ পান না। এঁদের মজুরি পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০·৫৮ টাকা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৮·৫৭ টাকা। চড়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই সামান্য টাকায় ৪/৫ জনের একটা মজুর পরিবার কী করে খেয়ে পরে বাঁচবে তা ভাবাই কষ্টসাধ্য। শুধু তাই নয়, যত দিন যাচ্ছে গ্রামে কাজের সুযোগও ক্রমাগত কমছে। একদিকে বীজ-সার-কীটনাশক-ডিজেল-বিদ্যুৎ প্রভৃতি কৃষি উপকরণের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, অন্যদিকে ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষীরা জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। গত ১০ বছরে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই খেতমজুরের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে কৃষিতে ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার কম হলেও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় কৃষি শ্রমিকের কাজের সুযোগ কমছে। পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ লিখেছে, ''সামগ্রিকভাবে ভারতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধস নামার বিষয়টি বেশ চোখে পড়ার মত। ...১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং মাথাপিছু সরকারি ব্যয় হ্রাস সারা দেশের গ্রামাঞ্চলেই মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল, নিয়মিত কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস'' (পৃষ্ঠা ৮৭, ৯১, ৯২)। এই প্রতিবেদন আরও দেখাচ্ছে, ''...শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হারে অধোগতি দেখা দিয়েছে। ...শহরাঞ্চলে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে বেশি মাত্রায়। ...কারণ, সরকারি কর্মসংস্থান প্রসারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। ...১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের বদ্ধদশা দেখা যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হারে এই রাজ্য পিছিয়ে গেছে, এমনকী পরিস্থিতি বাস্তবিকই সর্বভারতীয় গড়ের থেকেও খারাপ। ...পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালের পর থেকে নতুন পদে নিয়োগ বন্ধ রেখেছে রাজ্য সরকার'' (পৃঃ ১০৩, ১০৬, ১০৯)। এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রবল চাপা বিক্ষোভ যেকোন সময় বিস্ফোরিত হয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ফেটে পড়তে পারে এবং এই আন্দোলন যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব পেলে তা বেকার সমস্যা সহ সকল সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের দিকেই চলে যেতে পারে। সেই কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারকবাহক দলগুলি এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য নানারকম টোটকা বা প্রকল্প গ্রহণ করে মানুষকে চাকরির আশা দেখাচ্ছে। সত্তরের দশকে কংগ্রেসের 'গরিবি হটাও' স্লোগান ছিল এমনই এক টোটকা। গরিবি বা দারিদ্র্য সত্যিই দূর করতে হলে এর উৎস পুঁজিবাদকেই ভাঙতে হয়। সেটি না করে 'গরিবি হটাও'-এর নামে কিছু দান-খয়রাতির কর্মসূচি গ্রহণ করার দ্বারা মালিকশ্রেণীর স্বার্থে দুঃসহ পুঁজিবাদকেই সহনীয় করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মুমূর্ষু পুঁজিবাদকেই দীর্ঘায়িত করা হয়। বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা, অন্ত্যোদয় যোজনা, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা এবং বামফ্রন্টের স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির পরিকল্পনা — এমনই প্রকল্প। ইউ পি এ সরকারের কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের উদ্দেশ্যও তাই। এই আইন পাশ করিয়ে ইউ পি এ সরকার দেখাতে চাইছে, গ্রামের গরিবদের সমস্যা সমাধানে তারা কত আন্তরিক। তাদের এই ভাঁওতার শরিক হয়েছে সিপিএম। সিপিএম যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হলে বলত, পুঁজিবাদ থাকবে আর কর্মসংস্থানও হবে — পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে তা সম্ভব নয়। সেই কারণে অবক্ষয়িত পুঁজিবাদকে না হটালে যে কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দেওয়া সম্ভব নয় — এটি দেখানোই ছিল প্রকৃত বামপন্থীদের কর্তব্য। কিন্তু সিপিএম সেটি না করে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনকে 'যুগান্তকারী', 'বিপ্লবাত্মক' বলে যেমন প্রচার করছে, তেমনি 'শিল্পায়নে'র, 'কর্মসংস্থানে'র জিগির তুলে বলতে চাইছে, পুঁজিবাদের মধ্যেই এসব সম্ভব। সিপিএম এভাবেই পুঁজিবাদবিরোধী মানসিকতাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। তাদের এই ভূমিকায় পুঁজিপতিরা উল্লসিত।

বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়া নিয়ে যাঁরা বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন, গরিবদের প্রতি তাঁদের যদি এতই দরদ থাকে তাহলে সারা বছরই সকলের কাজের ব্যবস্থা করছেন না কেন? কেন বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার ভাঁওতা দিচ্ছেন? বছরের বাকি ২৬৫ দিন গ্রামের দিন আনা-দিন খাওয়া মানুষগুলি কী খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে, পরিবার পরিজনকে বাঁচাবে? তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন? সরকার যদি গ্রামীণ গরিবদের জন্য যথার্থই কাজের ব্যবস্থা করতে চাইত তাহলে কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ এত কম করল কেন? গরিবদের কাজ পাওয়া নিয়ে যদি সরকারের প্রকৃত উদ্বেগ থাকত তাহলে সারা দেশে অতি দ্রুত এই প্রকল্প রূপায়িত করার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? সারা দেশে ৬০০টি জেলার মধ্যে প্রথমে মাত্র ২০০টি জেলায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। ২০০টি জেলার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? মাত্র ৭ হাজার কোটি টাকা। সেখানে ঘোষিত-অঘোষিত মিলে সামরিক খাতে বরাদ্দ ১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ কর্মসংস্থান খাতে বার্ষিক বরাদ্দ ১৬ ঘণ্টার সামরিক ব্যয়ের সমান। এই টাকার মাত্র ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ হবে মজুরি বাবদ। এই টাকাকে ২০০টি জেলায় বসবাসকারী গ্রামীণ মজুরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এবং তাকে আবার ১০০ দিয়ে ভাগ করলে যা দাঁড়াবে, তা দিয়ে ৪/৫ জনের একটা মজুর পরিবার আদৌ কি বেঁচে থাকতে পারবে?

সরকার বলছে, কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা দেওয়া হবে। দৈনিক বেকারভাতার পরিমাণ কত? জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, সেই বেকারভাতার পরিমাণ কতটুকু এবং তা পাওয়ার গ্যারান্টি কী?

এই নতুন আইনে কী ধরনের কাজের কথা বলা হয়েছে? মাটিকাটা, রাস্তা তৈরি, খাল খনন, পুকুর খনন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি এবং তা রূপায়িত হবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এই কাজগুলি স্থায়ী ধরনের কাজ নয়। তাছাড়া এই কাজগুলি তো কয়েক বছর ধরে চলছেই। 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প', 'সম্পূর্ণ গ্রামীণ যোজনা' প্রভৃতি কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলির মধ্য দিয়ে এই জাতীয় কাজ কখনো কখনো হচ্ছিলও। তাকে ভিত্তি করে পঞ্চায়েতী দলবাজিও চলছে। গড়ে উঠেছে রাস্তা তৈরির ঠিকাদার, ইট-বালি-সিমেন্টের এজেন্টদের সঙ্গে পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির দুষ্টচক্র। নতুন কর্মসংস্থান আইনে সেই কাজগুলিই হবে। তাহলে কী অর্থে এই আইনটি যুগান্তকারী? এই আইনটির তাহলে প্রয়োজনীয়তা কী ছিল গরিবদের নতুন করে প্রতারণা করা ছাড়া?

মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু প্রচারিত 'জনমুখী' পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কী বেহাল অবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আজও এই অঞ্চলে অতিবৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের জন্য কোনও সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল না। মাথাপিছু রেশন কার্ড বিপিএল কার্ড, অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা কার্ডসবই গরিব মানুষের নাগালের বাইরে। অথচ পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চাপিয়ে গরিবকে ঘটিবাটি বিক্রি করে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে চলছে অবাধ মদের ব্যবসা ও রমরমিয়ে গড়ে ওঠা ভিডিও হলগুলোতে ব্লু-ফিল্মের প্রদর্শনী। তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ নিরুপায় হয়ে দলমত নির্বিশেষে জোটবদ্ধ হয়েছেন প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনে। গত ১১ নভেম্বর পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে। অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধান ঐ দিন উপস্থিত থেকেও বিক্ষোভকারীদের লিখিত দাবিপত্র গ্রহণ করেননি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড শক্তি জানা, রামেশ্বর পাঁজা, সুখময় হালদার, শশাঙ্ক সাউ ও প্রদীপ হালদার।

বাইরে অপেক্ষমান সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড শক্তি জানা ও কমরেড প্রদীপ হালদার পঞ্চায়েত প্রধানের এই উদ্ধত ব্যবহারের কথা জানালে উপস্থিত সমস্ত মানুষ নিন্দায় সোচ্চার হন এবং ভবিষ্যতে আরও সংগঠিত আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেন। বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পাঁচ মাথার মোড়ে এলে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড সুধাংশু জানা।

গ্রেডেশন প্রথার বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

গ্রেডেশন প্রথার মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও ময়নাগুড়ি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে ট্রাফিক মোড়ে সমবেত হয় এবং সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়ি ব্লক কমিটির পক্ষে কমরেড রামপ্রসাদ মণ্ডল বলেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নীতি অনুসরণ করে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রেডেশন প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা পাশফেল তুলে দেবে। তিনি এর বিরুদ্ধে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা, বেসরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে এবং ভর্তি সমস্যার স্থায়ী সমাধান, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র জেলা সহ-সভাপতি কমরেড তপন রায় সহ কমরেডস রামপ্রসাদ মণ্ডল, দীপঙ্কর রায় প্রমুখ।

সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির ডাকে

নাগরিক কনভেনশন

গত ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে যে নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে ১৫ নভেম্বর মৌলালী যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশন তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি, আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং বিদ্যুতের, বিশেষত কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। প্রকাশ্য শুনানি করে দোষী পুলিশ-অফিসারদের চিহ্নিত করে সরকারের কাছে কঠোর শাস্তির সুপারিশ করার জন্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত দাবি না মানলে আরও জোরদার আন্দোলন করা হবে। প্রয়োজনে আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় ৫ সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক আমরণ অনশন শুরু করবেন।

কনভেনশনে প্রাক্তন বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা বলেন, টিভি, সংবাদপত্রে যা দেখেছি তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, পুলিশ এই ধরনের আচরণ করতে পারে না। তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া খুবই জরুরি।

পরিবেশবিদ চির দত্ত বলেন, চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যে এই নৃশংস পুলিশি অত্যাচার ভাবা যায় না। গুরগাঁওতে যে পুলিশি অত্যাচার হয়েছে ন্যায়সঙ্গতভাবে সকলেই তার প্রতিবাদ জানিয়েছে। সল্টলেকের ঘটনা তার থেকে কোন অংশে কম নয়। এই ঘটনা বামফ্রন্টের দ্বিচারিতাকে প্রকাশ করেছে।

এ পি ডি আর-এর পক্ষে সুজাত ভদ্র বলেন, এই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জননেতা মানিক মুখার্জী বলেন, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পপতিদের খুশি করতে গণআন্দোলনকে হত্যা করার জন্য ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে।

অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন, আমি টিভিতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছি? আমরা কোন্ রাজ্যে বসবাস করছি? পুলিশ শুধু অত্যাচারই করেনি, গুলি চালানোর মত ঘটনাকে গোপন করেছে। এখনও মিথ্যা বলছে যে, গুলিতে কেউ আহত হয়নি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়েই সব করা হয়েছে। পুলিশের এই নৃশংস আক্রমণ এবং মিথ্যা ভাষণকে সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছে। একে ফ্যাসিবাদ ছাড়া কী বলা যায়।

কনভেনশনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুজয় বসু, অধ্যাপক সুনীল কর, অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী।

মুর্শিদাবাদ

ভগবানগোলায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের গণডেপুটেশন

ভগবানগোলার যে সমস্ত স্যালো টিউবওয়েল (এস টি ডব্লিউ) গ্রাহকরা বিদ্যুতের ১০০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিল বয়কট করে চলেছেন, তাঁদের বিদ্যুতের লাইন কাটার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এলাকার এস টি ডব্লিউ গ্রাহকরা এই হুমকির বিরুদ্ধে গত ২৩ নভেম্বর এস এস অফিসে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা দাবি করেন, লাইন কাটা চলবে না। বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বিল বয়কট চালিয়ে যাওয়ার কথা তাঁরা ঘোষণা করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন শাখা সম্পাদক জহরলাল পাল এবং নিখিল কৃষ্ণ কবিরাজ ঠাকুর, মাইনুদ্দিন সরকার, মেকাইন হোসেন, হাবিবুর রহমান, জালেপ হোসেন প্রমুখ।

আলোচনার পর এস এস লাইন না কাটার প্রতিশ্রুতি দেন। ডেপুটেশনের জমায়েতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস। তিনি আন্দোলনের নানা দিক আলোচনা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রউফ, আনারুল হক, মাইনুদ্দিন সরকার প্রমুখ।

ফালাকাটায় কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকের ময়রা-ডাঙা অঞ্চলের কুঞ্জনগরে ৮ অক্টোবর সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ফালাকাটা-মাদারিহাট ভায়া কুঞ্জনগর রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার, কৃষিতে সেচের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতায়ন, কুঞ্জনগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ময়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রভৃতি ২০ দফা দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই ফালাকাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড রাখাল দাস, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড রবি রায়। প্রধান বক্তা কোচবিহার জেলার কৃষক নেতা কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদ, বিশ্বায়নের ধাক্কায় কীভাবে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনে ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কমরেড ধর্মনারায়ণ রায়কে সভাপতি ও কমরেড রবি রায়কে সম্পাদক করে ২১ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর

ছাত্রজীবনে রাজনীতি প্রসঙ্গে আলোচনাসভা

সমাজের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার চরম অধঃপতন ঘটছে, চারদিকে প্রচার করা হচ্ছে ছাত্রজীবনে রাজনীতি করা উচিত নয়, রাজনীতির মধ্যে আদর্শ নেই, চরিত্র নেই। এস এফ আই, ছাত্র পরিষদ সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলির শাসকদলের স্বার্থরক্ষাকারী নোংরা রাজনীতির চর্চা ছাত্রছাত্রীদের মনে রাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহতার জন্ম দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ডি এস ও'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি?' বইটি নিয়ে গ্রুপ রিডিং হয়। ব্যাপক আলোচনা ও চর্চার পর ৬ নভেম্বর রায়গঞ্জে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ১১৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তারা তাদের লিখিত প্রশ্নগুলি আলোচনার জন্য জমা দেয়। প্রথমে প্রশ্নগুলি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেয়। এরপর আলোচনা করেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল সাহু। তারপর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আসা অসংখ্য প্রশ্নকে সংযোজিত করে মূল আলোচনাটি করেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল। তিনি এস এফ আই, ছাত্রপরিষদের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী চরিত্রগুলি তুলে ধরেন। তিনি মনীষীদের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরে দেখান যে, সামাজিক দায়িত্বকে এড়িয়ে সত্যিকারের নীতি-নৈতিকতা বিবেক সম্পন্ন চরিত্র অর্জন করা যায় না। এ আই ডি এস ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সংগ্রাম ও চর্চা করে যাচ্ছে। আলোচনার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে দাবি ওঠে প্রতি দু'তিন মাস অন্তর এরকম আলোচনা জেলায় করতে হবে এবং নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সেই আশ্বাসও দেওয়া হয়।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডি ওস ও'র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা সরকারের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে যেমন লড়বে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সহ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রতিবাদে যে আন্দোলন চলছে তাতেও দায়িত্বশীল ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারলে তবেই এই আলোচনাসভার সার্থকতা আসবে।

তুফানগঞ্জে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১৩ নভেম্বর এন এন এম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম মহকুমা সম্মেলন।

সম্মেলনের শুরুতে এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তুফানগঞ্জ মহকুমার চৌদ্দটি অঞ্চল থেকে চার শতাধিক বিড়ি শ্রমিক এই সম্মেলনে অংশ নেন। পতাকা উত্তোলন করেন সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কনভেনর কমরেড নৃপেন কার্যী, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন গণআন্দোলনের নেতা কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদ। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ নৃপেন কার্যী, আছরউদ্দিন আহমেদ, সান্ত্বনা দত্ত ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদিকা কমরেড রীনা ঘোষ। বক্তারা বলেন, মালিকরা যেভাবে বিড়ি শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে তার প্রতিবাদে শ্রমিকদের আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। আবার এই আন্দোলনের লক্ষ্যে সঠিক দল চিনে নেওয়ার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ।

কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি এবং কমরেড সান্ত্বনা দত্ত ও অনিমা বর্মনকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৩ জনের মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটি বিড়ি শ্রমিকদের পি এফ-এর আওতায় আনা, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা, সরকারি খরচে বিড়ি শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির ডেপুটেশন

সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ২৪ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হকারদের স্থায়ী ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন, পি এফ, পেনশন, সরকারি পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরের গেটে হকাররা সমবেত হন এবং অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বক্তব্য রাখেন হকার সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর দাস, অমল মাইতি, প্রাক্তন কাউন্সিলার ভানুরতন গুঁইন, প্রণব বসু, হকার সংগঠনের মাদপুর শাখা সম্পাদক মুরশেদ আলি প্রমুখ। জেলাশাসকের পক্ষে এ ডি এম (উন্নয়ন) উপরোক্ত দাবিগুলি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

লিট্‌ল আন্দামানে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি

এলাকার অগ্রণী ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-সমাজকর্মীদের নিয়ে লিট্‌ল আন্দামানভিত্তিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী সংগঠন গড়ে উঠল। ১১ নভেম্বর এলাকার সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এক সভা আয়োজিত হয়। সভা থেকে প্রস্তাব ওঠে এই ধরনের একটি কমিটি গঠনের। উপস্থিত সকলের সম্মতিতে রামকৃষ্ণপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডলকে সভাপতি ও এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী মোহন মিস্ত্রিকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

পাঁচের পাতার পর

ইরাকের মত দেশগুলিকে ধ্বংস করেছি।

তিনি বলেন, আমরা বিশ্বের তৈল সম্পদের উপর আধিপত্য করতে চাইছি। আমরা চাইছি, অন্য দেশগুলি আমাদের উপর, আমাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হোক।

মিঃ ক্লার্ক বলেন, দারিদ্র্য মর্মান্তিকরূপে বিশ্বে বিরাজ করছে। একে দূর করা যাবে না, যতক্ষণ না সাম্রাজ্যবাদের শেষ খুঁটিটাকে উপড়ে ফেলা যায়। আগামী ১০ বছরে দারিদ্র্যের এই যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। ফলে অবশ্যকরণীয় কাজ হিসাবে পরিস্থিতির গভীর পর্যালোচনা করতে হবে, সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, পরস্পরকে সংগঠিত হতে হবে, পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

তিনি আহ্বান জানান, সাম্রাজ্যবাদ যে ঘৃণ্য লোভ ও নিকৃষ্ট ভোগবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে, মানবজীবনে তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারি জিনিস হল প্রতিটি মানুষের মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করা, কোন শিশু যাতে খাদ্য ও আশ্রয়হীন না থাকে এবং কোন মানুষ যাতে ক্ষুধা ও আশ্রয়হীনতায় না ভোগে তা সুনিশ্চিত করা — যেখানে সকলের বেড়ে ওঠার, সকলের শিক্ষা পাওয়ার ও বেঁচে থাকার সুযোগ থাকবে, যেখানে মানুষের স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাওয়ার অধিকার সঙ্কুচিত হবে না, সকলের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থাকবে অবারিত — তেমন পৃথিবী গড়ে তোলা আজ বড় জরুরি।

কনভেনশনের সভাপতি প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল মুখার্জী শারীরিক কারণে দ্বিতীয়ার্ধে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সংগঠনের সহসভাপতি মানিক মুখার্জী। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষ হলে তিনি সংশোধনী-সংযোজনী সহ কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি এবং অ্যাপ্রোচ পেপার সম্পর্কে সভার মতামত জানতে চান। প্রতিনিধিরা সকলে হাত তুলে প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের সম্মতি জানান। বিরুদ্ধে কোনও হাত না ওঠায় প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিপুল করতালিতে প্রতিনিধিরা তাঁদের সহর্ষ অভিনন্দন ব্যক্ত করেন।

কনভেনশন শেষ হয় আমেরিকার প্রতিনিধি কমরেড হিদার কোটিনের লড়াইয়ের বার্তাবাহী আবেগদীপ্ত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। সমগ্র হল জুড়ে স্লোগান ওঠে — 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'।

মহাজাতি সদনে ২৪ নভেম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

রাস্তা সারানোর দাবিতে ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের দেউলিয়া খন্যাডিহী পিচ রাস্তাটি অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবিতে ২১ নভেম্বর দেউলিয়া-খন্যাডিহী রাস্তা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ত দপ্তরের মেদিনীপুর হাইওয়ে ডিভিসনের ১ নম্বর নির্বাহী বাস্তুকারের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি কমলকান্ত দোলুই, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহ-সভাপতি কৃপানাথ সামন্ত, শশাঙ্ক শেখর দাস, সহ-সম্পাদক বিশ্বরূপ অধিকারী, মোহন দাস প্রমুখ। নির্বাহী বাস্তুকার বিশ্বরঞ্জন বেরা স্মারকলিপি গ্রহণ করে জানান, রাস্তার গর্তগুলি মেরামত করার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই পুলশিটা থেকে পারুলিয়া পর্যন্ত রাস্তার অংশটি পিচ করার জন্য একটি স্কিম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

রাস্তাটি একদিকে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের মধ্যে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ৬.৫৮ কিমি দীর্ঘ এই রাস্তাটি দিয়ে ট্রেকার, অটো, ট্রাক, ট্রলি, রিক্সা সহ হাজার হাজার ফুলচাষী প্রত্যহ সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করে। এছাড়া রাস্তা সংলগ্ন দেউলিয়া হাইস্কুল, দেউলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, খন্যাডিহী-ক্ষেত্রহাট হাইস্কুল সহ বেশ কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলের কয়েক হাজার কচিকাঁচা প্রতিদিন যাতায়াত করে। খন্যাডিহী-ধর্মতলা বাস সার্ভিস চালু হলেও পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, গত '৯৭ সালের বিধ্বংসী বন্যায় রাস্তাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে মধ্যবর্তী অংশটি মোরাম দিয়ে সংস্কার করতে করতে বর্তমানে সেটি মোরাম রাস্তায় পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে রাস্তাটি পিচিং করা না হলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে নারায়ণবাবু জানান।

২-৪ ডিসেম্বর

কেন্দ্রীয় ইউপিএ সরকার ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, কর্মী ও কর্মসংকোচন এবং অর্জিত অধিকার হরণ প্রভৃতি নজিরবিহীন আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র

১৯তম রাজ্য সম্মেলন

২ ডিসেম্বর — প্রকাশ্য সমাবেশ

হিন্দি স্কুল ময়দান, ব্যারাকপুর বেলা ২টা

উদ্বোধক — কমরেড অনিল সেন (সর্বভারতীয় সভাপতি)

প্রধান বক্তা — কমরেড তাপস দত্ত (সাধারণ সম্পাদক)

সভাপতি — কমরেড সনৎ দত্ত (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি)

৩-৪ ডিসেম্বর — প্রতিনিধি অধিবেশন, সুকান্ত সদন

প্রধান অতিথি — কমরেড প্রভাস ঘোষ (রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই)

শিক্ষকদের শাসকদলের বশংবদে পরিণত করার প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন—

"পঞ্চায়েতের হাতে রাজ্যের স্কুল-শিক্ষকদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে সি পি এম সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে তা আসলে স্কুল-শিক্ষকদের সরকারি দলের আজ্ঞাবহ বশংবদে পরিণত করে নির্বাচনে দলের কাজে লাগানোর চক্রান্ত।

"আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি ও অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।"

Just Published

SHIBDAS GHOSH

SELECTED WORKS — VOLUME III

Contents

- Labour Policy of First UF Government of West Bengal : Its Real Significance
- Independence on 15th August and Problems of Emancipation of People
- To the Youth
- On Communist Code of Conduct
- Some Aspects of United Front Politics and Party Work
- Agrarian Problems and Peasant Movement in India
- On Cultural Degeneration and Unemployment Problem — Whither the Solution
- On Some Vital Problems of Peasants' Life
- Carry Proletarian Culture and Ethics to the Workers
- Tribute to a Revolutionary Character
- Homage to Comrade Subodh Banerjee
- Under the Banner of the Great November Revolution
- Left Movement in India and Task of the Students
- Problems of Mass Movements In India
- Mass Movement in India and Tasks of the Youth
- An Evaluation of Saratchandra

Available at : SUCI office, 48, Lenin Sarani, Kolkata 700013

Price — Hard Bound : Rs. 100/- Paper Back : Rs. 80/-

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in